হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৭১৩২/২০২১

মোঃ হুমায়ুন কবির

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয়।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এ, কে,এম, ফকরুল ইসলাম

------সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নওশের আলী মোল্লা

------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৭.১২.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৪.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ) এর আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং- ০৭/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

বিজ্ঞ স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ) কুমিল্লা কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং ০৭/২০১৫ (সাবেক স্পেশাল মামলা নং ১৬/২০১৫) (নাঙ্গলকোট থানার মামলা নং ১২ তারিখ ১৯.০২.২০১৩, জি,আর নং ২২/২০১৩ হতে উদ্ভুত) ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.২০২১ তারিখে প্রদত্ত সাজা প্রদানের রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবির কর্তৃক অত্র আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০২১ তারিখে শুনানীর জন্য গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা এর খাদ্য গুদামে অত্র আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবির উপখাদ্য পরিদর্শক তথা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিগত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইংরেজী ৩১.০৫.২০১১ হতে বিগত ইংরেজী ১৭.০২.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে লাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্যশস্য আত্মসাতের সংবাদ পেয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিগত ইংরেজী ১১.১২.২০১৩ তারিখে সহকারী পরিচালক রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারীকে অভিযোগ যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করেন। রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারীকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে গম এবং চাল ঘাটতি পেয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম-কে অবহিত করলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক,চট্টগ্রাম কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অভিযোগ যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করে চাল এবং গম ঘাটতি পান । অতঃপর বিষয়টি আঞ্চলিক খাদ্য গুদাম চট্টগ্রামকে অবগত করেন ও গুদামটি সীলগালা করেন এবং তার নির্দেশে সার্বিক তদন্তের জন্য ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তঅন্তে ১৫৮৯ বস্তা চাল যার ওজন ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন এবং ৯৬৩ বস্তা গম যার ওজন ৫১.২৪১ মেট্রিক টন কম পান। তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা পেয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করলে আসামী হুমায়ুন কবির-কে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় মামলা দায়ের করেন। কর্তৃপক্ষ আত্মসাটরধ গম এবং চাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম সরকারী খাদ্য গুদামে ফেরত প্রদান করেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিগত ইংরেজী ২৯.০২.২০১৩ তারিখে লাঙ্গলকোট থানায় এজাহার দায়ের করেন। তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরন করলে বিগত ইংরেজী ২৫.১১.২০১৪ তারিখে ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অধীনে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আসামী হুমায়ুক কবির এর বিরুদ্ধে ধারা ৪০৯ দন্ডবিধি তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্য করে শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোশ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। প্রসিকিউশন ১৫ জন সাক্ষীকে আদালতে পরিক্ষা করেছে। সাক্ষ্য গ্রহন শেষে আসামী-কে ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালে আসামী পুনরায় নিজেকে নির্দোশ দাবী করে। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত মামলার সাক্ষ্য প্রমানাদির ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষন পূর্বক বিজ্ঞ স্পেশাল জজ, (জেলা ও দায়রা জজ) কুমিল্লা বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.২০২১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোঃ হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ৩(তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ের অতিরিক্ত ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং একই সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির আর্থিক মুল্য ৪১,৫৯,৮৩০/- টাকার সমপরিমাণ অর্থদন্ড প্রদান করেন। উপরোক্ত ০২টি ধারার অধীনে প্রদত্ত দন্ড একত্রে চলবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লাকে আসামীর নিকট হতে জরিমানার ৪১,৫৯,৮৩০/- টাকা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে মোঃ হুমায়ুন কবির বর্তমান আপীলটি দাখিল করেন। আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফকরুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নওশের আলী মোল্লা বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফকরুল ইসলাম এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নওশের আলী মোল্লা এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ) এর আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক স্পেশাল মামলা নং ৭/১৫ সাবেক স্পেশাল মামলা নং ১৬/২০১৫ - এ প্রদত্ত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আসামী হুমায়ুন কবির ৩১/০৫/২০১১ ইং হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে উপখাদ্য পরিদর্শক তথা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার কর্মকালীন সময়ে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য আত্মসাতের সংবাদ পাইয়া চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ১১/১২/২০১৩ ইং তারিখে তার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারীকে অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারী সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া গম এবং চাল ঘাটতি পান এবং এই তথ্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রামকে অবগত করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক কে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য টেলিফোনে নির্দেশ প্রদান করেন। কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া চাল এবং গম ঘাটতি পান। অতঃপর তিনি বিষয়টি আঞ্চলিক খাদ্য গুদাম চট্টগ্রামকে অবগত করেন ও গুদামটি তাৎক্ষণিক সীলগালা করেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য গুদাম, চট্টগ্রাম এর নির্দেশে সার্বিক তদন্তের জন্য ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম সরজমিনে তদন্ত করিয়া ১৫৮৯ বস্তা চাল যার ওজন ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন এবং ৯৬৩ বস্তা গম যার ওজন ৫১.২৪১ মেট্রিক টন কম পান। ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন চালের আর্থিক মূল্য ২৭,৭৬,৩২৩/= টাকা এবং ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গমের আর্থিক মূল্য ১৩,৮৩,৫০৭/= টাকা। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির তদন্ত কমিটিকে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি ১০৫৫১২০ নং ইনভয়েস মূলে ০৯/০২/২০১৩ ইং তারিখে ১৬.৫০ মেট্রিক টন গম দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম হইতে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে কথিত ইনভয়েস মূলে কোন খাদ্য শস্য প্রেরণ করা হয় নাই। তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা পাইয়া কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে আত্মসাৎকৃত গম এবং চাল ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম সরকারী খাদ্য গুদামে ফেরত দেয়। ***আসামী পক্ষের মামলা :*** *আসামীপক্ষ কর্তৃক প্রসিকিউসন পক্ষে পরীক্ষিত সাক্ষীদেরকে জেরার ধরণ হইতে আসামীপক্ষের মামলা প্রতীয়মান হয় যে, নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামের টি.আর এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) কর্মসূচীর উদ্ধৃত চাল এবং গম মজুদ ছিল যা অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির অগ্রীম ডিও মূলে সরবরাহ করিয়াছিলেন। খাদ্য গুদাম হইতে চাল এবং গম আত্মসাৎকৃতের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হইলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম এবং ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল সরকারকে ফেরত দিয়েছে। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে জড়িত বিধায় প্রতিপক্ষ হয়রানি করার জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনায়ন করিয়াছে।* *অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে টাইপকৃত কাগজে অভিযোগ উল্লেখ করিয়া উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে অস্থায়ী দায়িত্ব প্রাপ্ত ওসমান খান বিগত ২৯/০২/২০১৩ ইং তারিখে নাঙ্গলকোট থানায় এজাহার দায়ের করেন। তদন্তের জন্য মামলাটি দূর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা হয়। দূর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা কার্যালয়ে ২৭/০৬/২০১৩ ইং তারিখের স্বারক নং-সি/৯২/২০১৩/কুমিল্লা/অনুঃ ও তদন্ত-২/১৮২৪১ এবং দূর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর ২১/০৮/২০১৩ ইং তারিখের স্বারক নং-দুদক/বিকা/চট্টগ্রাম/১৭২৮ মূলে দূর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা এর উপসহকারী পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবিরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে দূর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অনুমোদন জ্ঞাপনপত্র নং-দুদক/সি/৯৯/২০১৩/কুমিল্লা/অনুঃ ও তদন্ত-২/৩৪৬৩০ তাং- ২৫/১১/২০১৪ ইং মূলে পেনাল কোড এর ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অধীনে অভিযোগপত্র নং- ১১৫ দাখিল করেন। আসামী হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন। প্রসিকিউশন ১৫ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করিয়াছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির মৃত্যুবরণ করায় তাকে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামী হুমায়ুন কবিরকে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিকিউট এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা কালে আসামী পুনরায় নিজেকে নির্দোষ*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাবী করে তবে কোন সাফাই সাক্ষ্য উপস্থাপন করে নাই। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হইয়াছে। ***বিবেচ্য বিষয়*** *১. অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কুমিল্লা জেলা নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে উপখাদ্য পরিদর্শক তথা গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে ৩১/০৫/২০১১ ইং তারিখ হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাবস্থায় ১৫৮৯ বস্তা চাল যার ওজন ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন ও মূল্য ২৭,৭৬,৩২৩/= টাকা এবং ৯৬৩ বস্তা গম যার ওজন ৫১.১৪১ মেট্রিক টন ও মূল্য ১৩,৮৩,৫০৭/= টাকা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে কিনা?* *২. অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির পেনাল কোড এর ৪০৯ ধারা ও তৎসহ দূর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউসন দালিলিক সাক্ষী উপস্থাপন এবং ১৫ জন সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছে। সাক্ষীরা তাদের জবানবন্দি ও জেরায় নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ ১ ওসমান খান এজাহারকারী। তিনি তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামী হুমায়ুন কবির ৩১/০৫/২০১১ ইং হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে উপখাদ্য পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। আসামী হুমায়ুন কবির বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে জড়িত হইয়া পরিলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে ০৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে সরজমিনে তদন্ত করিয়া ১৫৪৯ বস্তা চাল যাহার ওজন ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন ও মূল্য ২৭,৭৬,৩২৩/= টাকা ঘাটতি পান। ইহা ছাড়াও ৯৬৩ বস্তা গম যাহার ওজন ৫১.২৪১ মেট্রিক টন ও মূল্য ১৩,৮৩,৫০৭/= টাকা ঘাটতি পান। তদন্ত কমিটি সরাসরি তদন্ত করিয়া লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করে। সরজমিন তদন্তে আসামী হুমায়ুন কবির ১৩৩ মেট্রিক টন চাল এবং ১.২৪১ মেট্রিক টন গম আত্মসাৎ করিয়াছে মর্মে প্রমানিত হয়। আসামী চাল ও গম আত্মসাতের মাধ্যমে তার উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ করিয়াছে। তিনি (পি ডব্লিউ ১) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ১৯/০২/২০১৩ ইং তারিখে নাঙ্গলকোট থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করিয়াছেন। পি ডব্লিউ ১ জবানবন্দি প্রদান কালে এজাহার (প্রদর্শনী ১) এবং ইহাতে তাহার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ১/১) প্রমান করিয়াছেন। তিনি জেরায় বক্তব্য করিয়াছেন যে, আসামী হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত মালামাল সরকারের ঘরে ফেরত দিয়াছে মর্মে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শুনিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হইয়াছে কিনা বা আসামীকে অব্যাহতি দেয়া হইয়াছে কিনা তা তিনি জানেন না। তিনি জেরায় আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, আসামী ট্রেড ইউনিয়ন করে কিনা জানেন না। আসামী শ্রমিকদের পক্ষে দাবী উত্থাপন করায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং এই কারণে আসামী মালামাল ফেরত দেয়ার পরেও তাহাকে হয়রানি করিবার উদ্দেশ্যে মামলাটি করা হইয়াছে মর্মে আসামী পক্ষে সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। *পি ডব্লিউ ২ মোঃ আবুল খায়ের জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে যোগদান করে ১৮/০২/২০১৩ ইং তারিখ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার আগে আসামী হুমায়ুন কবির উক্ত খাদ্য গুদামের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ও ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল কম পান। বিভাগীয় তদন্তকালে উক্ত পরিমাণ ঘাটতি পান। উক্ত ঘাটতিকৃত প্রতি মেট্রিক টন চালের মূল্য ৩৩,৮০৫/= টাকা ও প্রতি মেট্রিক টন গমের মূল্য ২৭,৪৮৮/= টাকা। ঘাটতি চালের মূল্য মোট ২৮,৪৩,৯৪৭/= টাকা এবং ঘাটতিকৃত গমের মূল্য ১,৪৮,৫১২/= টাকা। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ওসমান খান বাদী হয়ে আসামী হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে নাঙ্গলকোট থানায় মামলা করেন। ০৩/১১/২০১৩ ইং তারিখ দুদক কার্যালয়, কুমিল্লায় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র জব্দ করা হয়। তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র উপস্থাপন করেন। ০৩/১১/২০১৩ ইং তারিখ আবার তার জিম্মায় উপস্থাপন করা হয়। মোট ১৪ টা ক্রমিকের কাজগপত্র তার জিম্মায় প্রদান করা হয়। তিনি জিম্মানামা প্রদর্শনী ২ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম সরকারি খাতে জমা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলে আসামী আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম ফেরত প্রদান করিয়াছে। উক্ত সাক্ষী জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, মামলা দায়ের সময় তিনি কুমিল্লায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনার ৪/৫ দিন পর তিনি ঘটনাস্থলের অফিসে যোগদান করিয়াছেন। দুদকের জেলা কার্যালয়ে ০৩/১১/২০১৩ ইং তারিখ তিনি জব্দতালিকায় সাক্ষর করিয়াছেন। ঘটনার ০৯ মাস পরে তিনি জব্দতালিকায় সাক্ষর করিয়াছেন। অভিযোগ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না কি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে কি তিনি অসত্য সাক্ষ্য দিয়াছেন মর্মে আসামীপক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ ৩ আকবর হোসেন জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। ২৮/০৫/২০১৪ ইং তারিখ ১১.২০ ঘটিকার সময় উপ-সহকারী পরিচালক, দুদক, কুমিল্লা জনাব হুমায়ুন কবির বিভাগীয় মামলার নথি ৩৬/১৩ নং তাহার কাছ থেকে জব্দ করেন। নাঙ্গলকোট*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খাদ্য গুদামের আত্মসাৎকৃত ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম আত্মসাতের মামলার নথি জব্দ করা হয়। বিভাগীয় মামলার নথি ১-১৪০ পাতা মোট সীট ১-৩৩ পৃষ্ঠা চাল এবং গম সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়ার আবেদনপত্র ২৯-৩০ পৃষ্ঠা স্বারক ১০৮৪, তাং- ২৮/০৫/২০১৩ ইং কোষাগারে জমা দেওয়ার আদেশ যার স্বারক ৪৬৪/১ তাং- ২২/০৭/২০১৩ ইং, ১৩৭/১ স্বারক তাং- ০৬/০৩/২০১৩ ইং বিভাগীয় মামলার অভিযোগপত্র ২০-২৩ পৃষ্ঠা স্বারক নং- ২৭১, তাং- ১৯/০৫/২০১৩ ইং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে গম ও চালের সরকারী মূল্য স্বারক নং- ১১৪৭(৮) তাং- ২৩/০৮/২০১২ ইং। ঐ একই তারিখে তাহার কাছ থেকে জব্দ করে আবার তাহার জিম্মায় প্রদান করা হয়। তিনি জিম্মানামা (প্রদর্শনী ৪) তাহাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৪/১) প্রমান করিয়াছেন। বিভাগীয় মামলার নথি (প্রদর্শনী ৫) প্রমান করিয়াছেন। জেরায় উক্ত সাক্ষী মন্তব্য কয়িাছেন যে, কাগজপত্র তাহার কাছ থেকে জব্দ করা হয়। দুদকের তদন্ত কর্মকর্তার সাথে তার দেখা হয়েছে। তাহার কাছ থেকে কাগজপত্র জব্দ করে আবার তাহার কাছে জিম্মায় প্রদান করা হইয়াছে। কথিত ঘটনার সময় তিনি নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ছিলেন না। কথিত খাদ্য শস্য বিক্রির সময়ও তিনি ছিলেন না। অভিযোগ মিথ্যা কি তিনি অসত্য সাক্ষ্য দিয়াছেন মর্মে আসামীপক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। *পি ডব্লিউ ৪ লিটন চন্দ্র তার জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আসামী হুমায়ুন কবির নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। ০৩/১১/২০১৩ ইং তারিখে সকাল ০৯.৩০ ঘটিকার সময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে জব্দতালিকা প্রস্তুত করিয়া মোট ১৪ টা আইটেম জব্দ করিয়াছে তিনি জব্দতালিকায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দি প্রদান কালে জব্দতালিকায় (প্রদর্শনী ৬) তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৬/১) সনাক্ত করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, জব্দকৃত আইটেম সমূহ তৎসময়ে খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল খায়েরের নিকট জিম্মানামা মূলে জিম্মা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি জিম্মানামায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী জবানবন্দি প্রদান কালে কথিত জিম্মানামা (প্রদর্শনী ২) প্রমান করিয়াছেন এবং জিম্মানামায় তাহার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ২/১) সনাক্ত করিয়াছেন। আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করে নাই।* *পি ডব্লিউ ৫ মাহবুবুল হক জবনাবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ২৮/০৫/২০১৩ ইং তারিখে তিনি ঢাকায় অবস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরে প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন আসামী হুমায়ুন কবির ও দূর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক তার নিকট যান এবং আসামী হুমায়ুন কবির এর অনিয়মের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং বিভাগীয় মামলা সংক্রান্তে নথি নং*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরি/প্রশা/তওমা/৩৬/২০১৩ ইং জব্দ করেন। পি ডব্লিউ ৫ জবানবন্দিতে উল্লেখিত বিভাগীয় মামলার নথি আদালতে প্রমান করিয়াছে যাহা প্রদর্শনী ৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তিনি উল্লেখিত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ২৮/০৫/২০১৪ ইং তারিখের জব্দতালিকা (প্রদর্শনী ৭)-এ তার স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী ৭/১ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক কথিত আত্মাসাৎকৃত গম ও চাল ফেরত দেওয়ার আবেদনপত্র এবং ইহাতে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরের স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৫/১ ও ৫/২) সনাক্ত করিয়াছেন। কথিত আত্মসাৎকৃত গম ও চাল ফেরত দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে প্রদত্ত আদেশ (স্বারক নং ১৩০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৩৬ ১৩/৪৬৪/১ (৯) তারিখ ২২/০৭/২০১৩ ইং ও স্বারক নং ১৩০১.০০০০.০৩৩.২৭.৪২৮ ৯৪/১৩৭/১(৬) তারিখ ০৬/০৩/২০১৩ ইং) তিনি আদালতে সনাক্ত করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী ৫/৩, ৫/৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগনামা (প্রদর্শনী ৫/৫), ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের চাউল ও গমের অর্থনৈতিক মূল্য সংক্রান্ত কাগজাত (প্রদর্শনী ৫/৬) প্রমান করিয়াছেন। উল্লেখিত দলিলাদি তার উপস্থিতিতে জব্দ করা হইয়াছে মর্মে তিনি জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছে যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরের অধিনস্ত ৩/৪ জন কর্মচারীকে বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছিল কিনা তিনি জানেন না। জব্দকৃত দলিলাদি তিনি নিজে দেখিয়াছেন, তবে অন্য কোন আলামত তিনি দেখেন নাই । *পি ডব্লিউ ৬ এ কে এম ফজলুল রহমান জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি ঘটনার সময় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাস্থল নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য আত্মসাতের সংবাদ পাইয়া তিনি ১১/১২/২০১৩ ইং তারিখে ৮৩৪ নং স্বারকে তাহার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রফিক আহাম্মেদ পাটোয়ারীকে সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া অভিযোগের সত্যতা যাচাই করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রফিক আহাম্মেদ পাটোয়ারী সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া তাহাকে অভিযোগ সত্য মর্মে টেলিফোনে অবগত করিলে তিনি কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ঘটনাস্থলে যাবার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ প্রদান করেন। তার নির্দেশে কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক নাঙ্গলকোট গুদাম সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া বস্তা গননা করিয়া কম পান। তিনি তাৎক্ষনিক কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রককে গুদাম সীলগালা করিতে বলেন এবং ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্ত কমিটি সরজমিনে মালামাল গণনা করে ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল ও ৩৪.৭৪১ মেট্রিক টন গম কম পান। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তদন্ত কমিটিকে অবগত করিয়াছে যে, ১৬.৫০ মেট্রিক টন গম দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে গম প্রেরণ করা হয়নি মর্মে তদন্ত কমিটি যোগাযোগ করিয়া জানতে পারিয়াছে। তিনি জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ১৩/০২/২০১৩ ইং তারিখে স্বারক নং ৮৭০ মূলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে সাবেক বরখাস্ত করিয়াছেন। তিনি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন (স্বারক নং ৩৫৫, তারিখ ১৮/০২/২০১৩ ইং) প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১), অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে বরখাস্ত করণ সংক্রান্ত ১৩/০২/২০১৩ ইং তারিখের আদেশ (প্রদর্শনী ১০), কুমিল্লা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত ১৩/০২/২০১৩ ইং তারিখের স্বারক নং ৩৩৪ (প্রদর্শনী ৯) আদালতে প্রমান করিয়াছেন। তার কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কে ঘটনাস্থলে সরজমিনে যাচাই করার জন্য ১১/১২/২০১৩ ইং তারিখের স্বারক নং ৮৩৪ (প্রদর্শনী ৮) আদালতে প্রমান করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এক পর্যায়ে আত্মসাৎকৃত চাল ও গম ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করে এবং নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম ও ধর্মপুর খাদ্য গুদামে আত্মসাৎকৃত চাল ও গম ফেরত দেয়। তিনি জবানবন্দি প্রদানকালে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক কথিত আত্মসাৎকৃত চাল ও গম ফেরত দেওয়ার জন্য ০৮/০২/২০১৩ ইং তারিখে দাখিলকৃত আবেদনপত্র আদালতে সনাক্ত করিয়াছে। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে বিভাগীয় মামলায় শাস্তি স্বরূপ পদাবনতি করা হইয়াছে। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, খাদ্য গুদামে টি.আর এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী) এর জন্য খাদ্য শস্য থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে এ বাবদে কোন খাদ্য শস্য ছিল কিনা তিনি জানেন না। সাধারণত ডেলিভারী ওর্ডার (ডিও) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড সদস্যগণকে টি.আর এবং কাবিখার খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। তবে অগ্রীম ডিও এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণকে খাদ্য শস্য প্রদান করা হয় কিনা জানেন না। কথিত আত্মসাৎকৃত গম ও চাল ফেরত দেওয়ার জন্য তিনি আসামীকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উক্ত আদেশ প্রদান করেছিল। কমিটি গঠন করিয়া আসামীর নিকট হইতে কথিত আত্মসাৎকৃত খাদ্য শস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। *পি ডব্লিউ ৭ মোঃ মনিরুজ্জামান জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে কর্মরত থাকাকালে ১২/০২/২০১৩ ইং তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এর নিকট হতে টেলিফোনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য শসের ঘটতি হয়েছে মর্মে অবগত হন। অতঃপর তিনি ০২ জন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কর্মকর্তা সহ নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া খাদ্য শস্য ঘটতি থাকার প্রমান পান। তিনি ঐ দিনই খাদ্য গুদাম সীলগালা করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। ১৩/০২/২০১৩ ইং তারিখে ৩২৪ নং স্বারকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা এর নেতৃত্বে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সরজমিনে ঘটনাস্থল নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে গিয়া ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাউল এবং ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম কম পান। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির উল্লেখিত পরিমাণ চাল ও গম আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে। তিনি জবানবন্দি প্রদান কালে তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১) প্রমান করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত মালামাল ফেরত দেওয়ার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করে এবং আবেদনটি মঞ্জুর হলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মাসাৎকৃত চাল এবং গম ফেরত দেয়। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে টি.আর এবং কাবিখা এর মাধ্যমে খাদ্য বরাদ্দ আসে। ঘটনার দিন টি.আর এবং কাবিখা এর ৫০০ টন খাদ্য শস্য এই গুদামে বরাদ্দ ছিল কিনা জানেন না। অগ্রীম ডিও এর মাধ্যমে টি.আর এবং কাবিখা-র খাদ্য সরবরাহ করা হয় তবে তা নিয়ম বহির্ভূত বলিয়া তিনি জেরায় মন্তব্য করেছেন। নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম হইতে অগ্রীম ডিও এর মাধ্যমে টি.আর এবং কাবিখা-র খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছে কিনা তিনি জানেন না। তিনি জেরায় আরোও মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিভাগীয় মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পর আসামী হুমায়ুন কবির কে চাকরিতে পুনবহাল করা হইয়াছে। *পি ডব্লিউ ৮ মোঃ মিজানুর রহমান জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি কুমিল্লা জেলায় সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে কর্মরত থাকাকালে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক খাদ্য গুদাম হইতে খাদ্য শস্য আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহাবায়ক ছিলেন। তিনি ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়া সরজমিনে খাদ্য গুদামে উপস্থিত হয়ে তদন্ত কার্য শুরু করেন। তিনি তদন্তে ১৫৮৯ বস্তায় ৮৩.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পান। তিনি ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করেন। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত চাল ও গম ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করলে কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক উক্ত চাল ও গম বুঝিয়া নেওয়ার জন্য তাকে (পি ডব্লিউ ৮) আহাবায়ক করিয়া আরো একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ৩১/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১৭০৭ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল, ২০/০৬/২০১৩ ইং তারিখে ৩০২ বস্তায় ১৫ মেট্রিক টন গম এবং ৩০/০৮/২০১৩ ইং তারিখে ৭২৫ বস্তায় ৩৬.২৪১ মেট্রিক টন গম আসামী হুমায়ুন*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কবির এর নিকট হইতে বুঝিয়া নেয় । তিনি জবানবন্দি প্রদান কালে তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১) এবং ইহাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী ১১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, কখনও কখনও অগ্রীম ডিও এর ভিত্তিতে টি.আর ও কাবিখা-র খাদ্য শস্য সরবরাহ করা হয় আবার কখনও খাদ্য গুদামে টি. আর এবং কাবিখা-র খাদ্য শস্য বেশি হিসাবে পড়িয়া থাকে। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, আসামী সরকারি কোষাগারে খাদ্য শস্য ফেরত দেওয়ার পরে আসামীর নিকট সরকারের আর পাওনা নাই। *পি ডব্লিউ ৯ মোঃ শফিকুল ইসলাম জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি ১৩/০২/২০১৩ ইং তারিখে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কারিগরী পদে কর্মরত থাকাকালে গঠিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটি ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখ হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে তদন্তকার্য পরিচালনা করিয়া ১৮/০২/২০১৩ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। তদন্তকালে ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পাওয়া যায়। কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক উক্ত চাল ও গম বুঝিয়া নেওয়ার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ৩১/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১৭০৭ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল, ২১/০৬/২০১৩ ইং তারিখে ৩০২ বস্তায় ১৫ মেট্রিক টন গম এবং ৩০/০৮/২০১৩ ইং তারিখে ৭২৫ বস্তায় ৩৬.২৪১ মেট্রিক টন গম আসামী হুমায়ুন কবির এর নিকট হইতে বুঝিয়া নেয়। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, কমিটি তদন্ত কালে যে পরিমাণ খাদ্য শস্যের ঘাটতি পাইয়াছিল সেই পরিমাণ খাদ্য শস্য ফেরত দিয়াছে। আসামীর নিকট সরকারের বর্তমানে আর কোন পাওনা নাই।* *পি ডব্লিউ ১০ মোঃ মোর্শেদ আলম জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি দূর্নীতি দমন কমিশন এর সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা-তে কর্মরত আছেন। বিগত ০৩/১১/২০১৩ ইং তারিখ বেলা ০৯.২০ ঘটিকার সময় মোঃ হুমায়ুন কবির (তদন্তকারী কর্মকর্তা) তার কার্যালয়ে তার উপস্থিতিতে জব্দতালিকায় (প্রদর্শনী ৬) উল্লেখিত কাগজাদি জব্দ করিয়াছেন। একই তারিখে উল্লেখিত কাগজাদি উপস্থাপনকারী আবুল খায়ের এর জিম্মায় জিম্মানামা মূলে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এই সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখিত জিম্মানামায় তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ২/৩) এবং জব্দতালিকায় তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৬/২) সনাক্ত করিয়াছে। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তবে তার সাথে একত্রে চাকুরী করার সূত্রে তিনি হুমায়ুন কবির এর স্বাক্ষর চিনেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে মামলার অভিযোগপত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির এর স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ১৩/১) এবং জব্দতালিকায়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হুমায়ুন কবির এর স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৬/৩) সনাক্ত করিয়াছেন। জেরার প্রশ্নের উত্তরে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কি কি জব্দ করা হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। তিনি জব্দতালিকায় সাক্ষী হওয়া ব্যতীত অভিযোগ বিষয়ে আর কিছু জানেন না। *পি ডব্লিউ ১১ মোঃ ফজলুল কবির মজুমদার জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি দূর্নীতি দমন কমিশন এর চট্টগ্রাম জেলার সমন্বিত কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। বিগত ২৮/০৫/২০১৪ ইং তারিখ বেলা ১১.২০ ঘটিকার সময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির কিছু কাগজপত্র জব্দতালিকা মূলে জব্দ করিয়াছে। তিনি জব্দতালিকায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উক্ত সাক্ষী ২৮/০৫/২০১৪ ইং তারিখে জব্দতালিকা (প্রদর্শনী ৭) প্রমান করিয়াছেন এবং উক্ত জব্দতালিকায় তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৭/২) সনাক্ত করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, মাহ-পরিচালকের কার্যালয় হইতে বিভাগীয় মামলার নথি জব্দ করা হইয়াছিল। তিনি জবানবন্দি প্রদান কালে বিভাগীয় মামলার নথি এবং জব্দতালিকায় তদন্তকারী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির এর স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৭/৩) সনাক্ত করিয়াছেন। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, খাদ্য অধিদপ্তরের ঢাকাস্থ মহা-পরিচালকের কার্যালয়ে ২৮/০৫/২০১৪ ইং তারিখের জব্দতালিকা উল্লেখিত কাগজাদি জব্দ করা হয় এবং তিনি (পি ডব্লিউ ১১) মহা-পরিচালকের কার্যালয়ে জব্দতালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন।* *পি ডব্লিউ ১২ মোঃ আব্দুর রউফ জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি দেবিদ্বার উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে কর্মরত ছিলেন। অভিযুক্ত মোঃ হুমায়ুন কবির কর্তৃক নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম হইতে চাল ও গম আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে তিনি সদস্য ছিলেন। তিনি সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে তদন্তকার্য শুরু করেন। এই সময় নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবুল খায়ের তাদেরকে তদন্তে সহযোগীতা করে। তদন্তে ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পান। তদন্তের ফলাফল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত মোঃ হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত গম ও চাল নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম এবং ধর্মপুর খাদ্য গুদামে ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে কমিটি গঠিত হয় এবং অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত চাল ও গম ফেরত দেন। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, মাঝে মধ্যে টি.আর এবং কাবিখা কর্মসূচীর খাদ্য গুদাম হইতে অগ্রীম নেওয়া হয়। কখনো কখনো অর্ডার থাকলেও টি.আর এবং কাবিখা কর্মসূচীর খাদ্য ডেলিভারী না নেওয়ার কারণে গুদামে বেশী খাদ্য শস্য পরে থাকে। তিনি আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির প্রশ্নের উত্তরে জেরায় আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিভাগীয় মামলায় রুজু হওয়ার পরে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামের ঘাটতি চাল ও গম আসামীর নিকট হইতে খোঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। আসামী হুমায়ুন কবির অগ্রীম টি.আর এবং কাবিখা এর কর্মসূচীর খাদ্য প্রদান করেছেন কি প্রদান করিবার পর পরই তাৎক্ষনিক ঘাটতি দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হইয়াছে মর্মে আসামীপক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছেন। *পি ডব্লিউ ১৩ মোঃ মিরাজুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে কমিটির ১৮/০২/২০১৩ ইং তারিখের প্রতিবেদন প্রমান করিয়াছেন এবং এই প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ১১/৪) সনাক্ত করিয়াছেন। আসামী পক্ষের জেরায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, অগ্রীম ডিও মূলে টি.আর এবং কাবিখা এর খাদ্য সরবরাহ করা হয় কিনা তা তিনি জানেন না।* *পি ডব্লিউ ১৪ সাখাওয়াত হোসেন জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি ০৫. সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য প্রদানকালে তদন্ত প্রতিবেদন প্রমান করিয়াছেন এবং এই প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ১১/৫) সনাক্ত করিয়াছেন। আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করে নাই।* *পি ডব্লিউ ১৫ রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারী জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নির্দেশে ১২/০২/২০১৩ ইং তারিখ নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ১০০% বস্তা গণনা করেন। যাচাই করে ১৫৪২ বস্তা চাল এবং ৫০৫ বস্তা গম কম পাইয়া তাৎক্ষণিক ভাবে আঞ্চলিক খাদ্য কর্মকর্তাকে অবগত করেন। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নির্দেশে কুমিল্লা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরজমিন নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করে এবং ১০০% বস্তা গননা করিয়া চাল ও গমের বস্তা ঘাটতি পান। কুমিল্লা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক গুদামটি সীলগালা করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রামের নির্দেশে কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম সরজমিনে তদন্ত করিয়া চাল ও গমের ঘাটতি পান। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ১০৫৫১২০ নং ইনভয়েস মূলে খাদ্য শস্য প্রেরণ করিয়েছেন দেখিয়ে হিসাব ভুক্ত করিলেও গ্রহণকারী খাদ্য গুদাম তথা দৌলতপুর খাদ্য গুদাম এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কমিটি যোগাযোগ করিয়া জানিতে পারে যে, দৌলতপুর খাদ্য গুদামে কথিত ইনভয়েস মূলে খাদ্য শস্য প্রাপ্ত হন নাই। তিনি জেরায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি যখন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নির্দেশে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করেন তখন কুমিল্লা জেলার কোন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গোপনে তদন্ত করিয়াছেন। টি.আর এবং কাবিখা কর্মসূচীর আওতায়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অগ্রীম ডিও মূলে খাদ্য শস্য সরবরাহ করার কারণে গুদামে ঘাটতি পাওয়া গিয়াছে মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। আসামী অগ্রীম ডিও মূলে সরবরাহকৃত মালামাল ফেরত আনার উদ্দ্যোগ নিয়াছিল মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বিজ্ঞ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিবেদন করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত মোঃ হুমায়ুন কবির তার বিরুদ্ধে আনীত গম ও চাল আত্মসাতের বিষয় মামলার শুনানীকালে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের কে জেরা করিবার সময় আসামীপক্ষ হইতে আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম সরকারী গুদামে আসামী হুমায়ুন কবির কর্তৃক ফেরত দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করানোর জন্য একাধিক বার সাক্ষীদের অবগতিতে আনা হইয়াছে এবং সাক্ষীরা আসামী হুমায়ুন কবির কর্তৃক আত্মসাৎকৃত গম ও চাল সরকার বরাবরে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর তার বক্তব্যে আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত চাল এবং গম ফেরত দেয়ার জন্য লিখিত ভাবে আবেদন করিয়াছিলেন যাহা আসামী কর্তৃক সরকারী গুদাম হতে সরকারী চাল এবং গম আত্মসাৎ করিবার দালিলিক স্বীকৃতিমূলক সাক্ষ্য।* *আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তিতর্ক শুনানীকালে নিবেদন করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির সরকার বরাবরে চাল ও গম ফেরত দেওয়ার জন্য লিখিত আবেদন এবং আসামীপক্ষ হইতে প্রসিকিউশন সাক্ষীদেরকে জেরা করিবার সময় গম এবং চাল সরকারী গুদামে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি এই কারণে উত্থাপন করা হইয়াছিল ইহা বুঝানোর জন্য যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির সরকারী গুদাম হইতে গম এবং চাল আত্মসাৎ করিবার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে অপসারণ করে নাই। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, অসৎ উদ্দেশ্য থাকিলে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির গুদামে চাল ও গম ঘারতি হওয়ার বিষয় পুরোপুরি অস্বীকার করিতে পারিতেন। তিনি এই আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির বর্তমান মামলার প্রসিডিং বাতিলের প্রার্থনা মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৬৪৮/২০১৬ দায়ের করিয়া ছিলেন এবং উক্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক সরকারী খাদ্য গুদামে গম ও চাল ফেরত দেওয়ার বিষয়টি আসামী কর্তৃক দোষ স্বীকার করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী সরকারী খাদ্য গুদামে রক্ষিত টি.আর ও কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) এর চাল এবং গম অগ্রীম ডিও (ডেলিভারী অর্ডার) মূলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছিল । তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অগ্রিম ডিও মূলে টি.আর এবং কাবিখা এর চাল এবং গম নিয়ম বহির্ভূত হইলেও সচরাচর সরকারী গুদাম হইতে বরাদ্দ দেওয়া হয় মর্মে খাদ্য অধিদপ্তরের যে সকল সাক্ষীদেরকে বর্তমান মামলায় পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহারা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নাঙ্গলকোট সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে অপসারণ করে নাই বরং অগ্রিম ডিও মূলে সরবরাহ করিয়াছিল। *অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপস্থাপিত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে কিনা বিবেচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি তথ্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে সিদ্ধান্তে পৌছানো সুবিধাজনক হইবে। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির স্বীকৃত মতে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে উপ খাদ্য পরিদর্শক তথা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। প্রসিকিউসনের ভাস্য অনুযায়ী নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে তিনি ৩১/০৫/২০১১ ইং তারিখ হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এই তথ্যটি আসামীপক্ষ হইতে অস্বীকার করা হয় নাই বা এই প্রসংগে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই।* *বিবেচনার বিষয় হইল অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত গুদামে ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫২.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পাওয়া গিয়াছিল কিনা। প্রসিকিউসন হইতে দাবী করা হইয়াছে যে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১৩১ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫২.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পাওয়ার বিষয়টি ২০১৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে উদঘাটিত হইয়াছে। লক্ষ্যনীয় যে, প্রসিকিউসন কর্তৃক পরীক্ষিত সাক্ষীদেরকে আসামী পক্ষ কর্তৃক জেরায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও প্রদত্ত সাজেশন পর্যালোচনায় উল্লেখিত সময়ে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে উল্লেখিত খাদ্য শস্য ঘাটতি পাওয়ার বিষয়টি আসামীপক্ষ অস্বীকার করেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়। যাহোক, খাদ্য শস্যের ঘাটতি হইয়াছিল কিনা ইহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন। এমতাবস্থায়, এই বিষয়ে প্রসিকিউসন কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা যাক। পি ডব্লিউ ৬ কথিত ঘটনার সময়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম পদে কর্মরত ছিলেন। তার বক্তব্য হইতে পাওয়া যায় যে, তিনি নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ার সংবাদ পাইয়া তার কার্যলয়ে সহকারী পরিচালক রফিক আহাম্মদ পাটওয়ারী (পি ডব্লিউ ১৫) কে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে গিয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করার নির্দেশ প্রদান করিলে পি ডব্লিউ ১৫ সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে গিয়া গুদাম পরিদর্শন করতঃ অভিযোগের সত্যতা পান।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি ডব্লিউ ৬ এর বক্তব্য হইতে আরো পাওয়া যায় যে, পি ডব্লিউ ১৫ এর নিকট হইতে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর পি ডব্লিউ ৬ কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক কে (পি ডব্লিউ ৭) সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে পরিদর্শন করিয়া সত্যতা যাচাই করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে পি ডব্লিউ ৭ সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করতঃ অভিযোগের সত্যতা পাইয়া তাৎক্ষনিক ভাবে গুদামটি সীলগালা করেন এবং পি ডব্লিউ ৬ এর নির্দেশে আনুষ্ঠানিক তদন্তের জন্য ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। পি ডব্লিউ ৬ এর বক্তব্য সমর্থন করিয়া পি ডব্লিউ ১৫ তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম (পি ডব্লিউ ৬) এর নির্দেশে ১২/০২/২০১৩ ইং তারিখ নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ১০০% বস্তা গণনা করিয়া ১৫৪২ বস্তা চাল কম পান। তিনি তাৎক্ষনিক টেলিফোনে পি ডব্লিউ ৬ কে অবগত করেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া সরজমিনে তদন্ত করেন। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ইনভয়েস নং- ১০৫৫১২০ মূলে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য প্রেরণ করিয়াছে মর্মে তদন্ত কমিটির নিকট দাবী করিলে তিনি (পি ডব্লিউ ১৫) সন্দেহ পোষণ করিয়া দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করিয়া তথ্যটি সঠিক নয় মর্মে জানিতে পারেন। পি ডব্লিউ ৬ এর বক্তব্য সমর্থন করিয়া কুমিল্লা জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক (পি ডব্লিউ ৭) জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মৌখিক নির্দেশে সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করিয়া খাদ্য শস্য ঘাটতি থাকার প্রমান পান। অতঃপর তিনি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে কুমিল্লা জেলার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক (পি ডব্লিউ ৮) কে আহবায়ক করিয়া ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। কমিটি সরজমিনে তদন্ত করিয়া তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে। কমিটি তদন্তে ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পান। পি ডব্লিউ ৭ তদন্ত প্রতিবেদনটি (প্রদর্শনী ১১) আদালতে প্রমান করিয়াছেন । পি ডব্লিউ ৭ এর বক্তব্য সমর্থন করিয়া তদন্ত কমিটির আহবায়ক (পি ডব্লিউ ৮) জবানবন্দিতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি কমিটির সদস্যগণ সহ ১৪/০৩/২০১৩ ইং তারিখ হইতে ১৭/০৩/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, সরজমিনে ঘটনাস্থল নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে বস্তা গণান করিয়া ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পেয়েছেন। তিনি আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১) এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ১১/১) প্রমান করিয়াছেন তদন্ত কমিটির সদস্য পি ডব্লিউ ৯, পি ডব্লিউ ১২, পি ডব্লিউ ১৩ ও পি ডব্লিউ ১৪ আদালতে তদন্ত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতিবেদন এবং ইহাতে তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছেন । পি ডব্লিউ ৯ এবং পি ডব্লিউ ১২ তাদের জবানবন্দিতে পি ডব্লিউ ৭ ও পি ডব্লিউ ৮ এর বক্তব্য সমর্থন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তারা ১৪/০২/২০১৩ ইং তারিখ হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। সরজমিনে খাদ্য গুদামে বস্তা গণনা করিয়া ১৫৮৯ বস্তায় ৮৪.১২৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৯৬৩ বস্তায় ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি পাইয়াছেন। *পি ডব্লিউ ৬, ৭, ৮, ৯, ১২ এবং ১৫ এর জবানবন্দির বক্তব্য পর্যালোচনায় পাওয়া যায় বিগত ১২/০২/২০১৩ ইং তারিখ হইতে ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পি ডব্লিউ ১৫ ও পি ডব্লিউ ৭ এবং তদন্ত কমিটির সদস্যগণ (পি ডব্লিউ ৮, ৯, ১২) সরজমিনে নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য বস্তা গণনা করিয়া চাল ও গমের বস্তা কম পাইয়াছেন। খাদ্য শস্য ঘাটতি পাওয়ার বিষয়ে উল্লেখিত সাক্ষীগণ জবানবন্দিতে যে বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন তা আসামীপক্ষ অস্বীকার করেন নাই। এমনকি উল্লেখিত সাক্ষীগণ যে পরিমান গম এবং চাল ঘাটতি পাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই পরিমান কে চ্যালেঞ্জ করিয়া আসামীপক্ষ হইতে সাক্ষীগণকে জেরা করা হয় নাই। আলোচ্য সাক্ষীগণের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১) প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পাওয়া যায়। প্রদর্শনী ১ পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, তদন্তকমিটি নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য পরিমাপ কালে চালের খামাল নং- ৬/৪৭০১৫৮- এ রেকর্ড সূত্রে মজুদ ১২৪.৮৭৪ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে বাস্তবে ১১৪.৫১৩ মেট্রিক টন, খামাল নং- ৭/৪৭০১৫৯-এ রেকর্ড সূত্রে মজুদ ৫৪.৯৪৫ মেঃ টন এর বিপরীতে বাস্তবে ৫০.৩০২ মেঃ টন চাল, খামাল নং- ৪৭০৪৭২-এ রেকর্ড সূত্রে মজুদ ১০৭.৮৮৯ মেট্রিক টন এর বিপরীতে বাস্তবে ১১০.৮৩৩ মেট্রিক টন চাল, খামাল নং- ১২/৪৭০৪৭৪ ও খামাল নং- ১৩/৪৭০৪৭৬-এ রেকর্ড সূত্রে মজুদ ৩৩.৯৬০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে বাস্তবে চাল মজুদ পায় নাই। এভাবে রেকর্ড সূত্রে মজুদ ৪৪২.১৭১ মেট্রিক টন এর বিপরীতে বাস্তবে ৩৫৮.০৪৩ মেট্রিক টন চাল পাওয়া গিয়াছে। এছাড়া প্রদর্শনী ১১ পর্যালোচনায় আরো পাওয়া যায় যে, খামাল নং ২২/৪৩৪৭০১-এ রেকর্ড সূত্রে মজুদ ১০০.৫১৩ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ৬৫.৭৭২ মেট্রিক টন গম পেয়েছেন। তদন্ত কমিটি আরো উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম হইতে ০৯/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১০৫৫১২০ নং ইনভয়েসের মাধ্যমে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে ৩৩০ বস্তায় ১৬.৫০ মেট্রিক টন গম প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে কাগজে কলমে দেখানো হইলেও বাস্তবে দৌলতগঞ্জ খাদ্য গুদামে কথিত ইনভয়েস মূলে গম প্রেরণ করা হয় নাই। প্রাসঙ্গিক ভাবে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালক বরাবরে নাঙ্গলকোট খাদ্য*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গুদামের ঘাটতি চাল ও গম ফেরত দেওয়ার আবেদনপত্র বিবেচনারযোগ্য। অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর ১৭/০২/২০১৩ ইং তারিখের এই আবেদনটি (প্রদর্শনী ১২) আসামী দোষ স্বীকারোক্তি বলিয়া বিবেচনা করা না হইলেও খাদ্য শস্য ঘাটতি হওয়ার প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য। প্রদর্শনী ১১ পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে তার কর্মকালীন সময়ে ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল এবং ৫১.১৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি হওয়ার বিষয় স্বীকার করিয়া যে পরিমান চাল ও গম ঘাটতি হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আবেদন করিয়াছিল। এমতাবস্থায়, পি ডব্লিউ ৬, ৭, ৮, ৯, ১২ এবং ১৫ এর সমর্থন মূলক জবানবন্দি, এই সাক্ষীগণকে আসামীপক্ষ কর্তৃক জেরার ধরণ, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন (প্রদর্শনী ১১) এবং অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর আবেদন (প্রদর্শনী ১২) একত্রে পর্যালোচনায়, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল ও ৫১.১৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি হয়েছিল মর্মে যৌক্তিক ভাবে প্রমানিত হইয়াছে। *অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির খাদ্য গুদামের মজুদ খাদ্য শস্য নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ব্যক্তিগত লাভের জন্য আত্মসাৎ করিয়াছেন কিনা তাহা আরেকটি তথ্যগত প্রশ্ন। প্রসিকিউসন হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, অভিযুক্ত হুমায়ূন কবির সরকারী কর্মকর্তা হইয়াও বিধি লংঙ্গন করিয়া ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অপরাধ জনক বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া সরকারী খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। অন্যদিকে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর পক্ষ হইতে ওযুহাত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে খাদ্য শস্যের ঘাটতি হইয়াছিল। মামলা শুনানীকালে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর পক্ষ হইতে প্রসিকিউসন সাক্ষীদেরকে জেরার মাধ্যমে প্রমান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন উদ্ধৃত খাদ্য শস্য মজুদ ছিল যাহা তিনি বিধি দ্বারা সমর্থিত না হইলেও কথিত রেওয়াজ অগ্রীম চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে সরবরাহ করিয়াছিলেন। তবে প্রসিকিউসন পক্ষে কোন সাক্ষী নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদামে ২০১৩ সনে টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওয়তাধীন কোন খাদ্য শস্য এবং পূর্ববর্তী কোন সময়ের টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন উদ্ধৃত খাদ্য শস্য মজুদ ছিল মর্মে বলেন নাই। আসামীপক্ষও কথিত এই দাবী প্রমান করিবার মতো অন্য কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করিতে পারে নাই। ঘাটতি খাদ্য শস্য টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন উদ্ধৃত খাদ্য শস্য ছিল মর্মে তর্কের খাতিলে ধরিয়া নেওয়া হইলেও বিবেচনার অবকাশ থাকে যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির সরল বিশ্বাসে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘাটতি খাদ্য শস্য কোন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা সদস্যকে সরবরাহ করিয়াছিলেন কিনা। এই প্রসঙ্গে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক ঘাটতি চাল এবং গম ফেরত দেওয়ার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালক এর বরাবরে দাখিলকৃত আবেদন (প্রদর্শনী ১২) প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। উক্ত আবেদনে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির তার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল ও ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম ঘাটতি হয়েছিল মর্মে উল্লেখ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ আবেদনে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কথিত টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন উদ্ধৃত খাদ্য শস্য সরল বিশ্বাসে সরবরাহ করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ না করিয়া তার অজ্ঞাতে খাদ্য শস্য ঘাটতি হইয়াছিল মর্মে অন্য কারো উপর ঘাটতির দায় ন্যাস্ত করিয়াছেন। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ অজুহাতটি আদালতে গ্রহণযোগ্য ও প্রমান করা যাইবেনা অনুমান করিয়া মামলা শুনানীকালে আসামীপক্ষ হইতে আত্মপক্ষ সমর্থনে নতুন অজুহাত উদ্ভাবন করা হইয়াছে। যাইহোক, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কথিত টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ঘাটতি চাল এবং গম প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যকে সরবরাহ করার দাবী প্রমানের জন্য কথিত কোন চেয়ারম্যান বা ইউপি সদস্যকে সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। ফলে কথিত দাবী শুধুমাত্র অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কৌশলী উদ্ভাবন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার চাহিদাপত্র ব্যতীত কথিত টি.আর এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য বিধি বর্হিভূত ভাবে কোন প্রকার রেকর্ড না রাখিয়া সরবরাহ করার দাবী কোন ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসামীর অভিপ্রায় বা খাদ্য শস্য আত্মসাতের অভিযোগ নিরুপনের ক্ষেত্রে আসামী কর্তৃক খাদ্য শস্য ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গটি আসামীর অনুকূলে বা প্রতিকূলে বিবেচিত হইবে তাহাও একটি বিবেচনার বিষয়। প্রদর্শনী ১২ পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ঘাটতি চাল এবং গম ফেরত দেওয়ার জন্য ১৮/০২/২০১৩ ইং তারিখে আবেদন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তদন্ত কমিটি খাদ্য ঘাটতির অভিযোগের সত্যতা পাইয়া রিপোর্ট দাখিলের (রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে ১৮/০২/২০১৩ তারিখ, প্রদর্শনী ১১ দ্রষ্টব্য) তথ্য জানার পরে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির খাদ্য শস্য ফেরত দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আবেদনটি দাখিল করিয়াছিলেন। বিবেচনায় রাখিতে হইবে যে, রিপোর্ট দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির খাদ্য শস্য ফেরত দেন নাই বা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি আবেদনে ১৫ দিনের মধ্যে খাদ্য শস্য ফেরত দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘাটতি খাদ্য শস্য অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির এর নিকট হইতে গ্রহণ করার জন্য গঠিত কমিটির আহবায়ক (পি ডব্লিউ ৮)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এর জবানবন্দি হতে পাওয়া যায় যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির ৩১/০৩/২০১৩ ইং, ২০/০৬/২০১৩ ইং এবং ৩০/০৮/২০১৩ ইং তারিখে ঘাটতি খাদ্য শস্য ফেরত দিয়াছেন। এমতাবস্থায়, ইহা যৌক্তিক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা এবং বর্তমান মামলা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া ঘাটতি খাদ্য শস্য ফেরত দিয়াছেন। এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত হুমায়ন কবিরের কথিত সরল বিশ্বাস বা ভুলের কারণে খাদ্য শস্য ঘাটতি হইয়াছে বা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে সরকারী খাদ্য শস্য অপসারন করেন নাই মর্মে আসামীপক্ষের দাবীর গ্রহণযোগ্যতা নাই। ইহা সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী হুমায়ুন কবির ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তার উপর অর্পিত সরকারী দায়িত্ব ও বিধি লংঙ্গন করিয়া নাঙ্গলকোট খাদ্য গুদাম হইতে ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল ও ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গম অপসারন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। অপরাধ জনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে আত্মসাতের অপরাধ সংঘটিত হইয়া যাওয়ার পর আত্মসাৎকৃত বস্তু ফেরত দেওয়া হইলেও অপরাধ তথা কার্যের ফলাফল বহাল থাকে। আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইল যে, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত খাদ্য শস্যের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া স্বত্বেও অর্থাৎ সরকারী খাদ্য গুদামে সরকারী খাদ্য শস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বিলি ব্যবস্থা করার জন্য সরকারী ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়া স্বত্বেও অবৈধ ভাবে খাদ্য শস্য আত্মসাৎ করিয়া অপরাধ জনক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং গণকর্মচারী অপরাধ মূলক অসদাচরণ করিয়াছেন এবং যথাক্রমে পেনাল কোড এর ৪০৯ এবং দূর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ ইং এর ৫ (২) ধারার অধীনে শাস্তি যোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। *অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৮৪.১২১ মেট্রিক টন চাল ও ৫১.২৪১ মেট্রিক টন গমের ২০১২-১৩ ইং অর্থ বছরের আর্থিক মূল্য অনুযায়ী যথাক্রমে ২৭,৭৬,৩২৩/=টাকা এবং ১৩,৮৩,৫০৭/= টাকা। উল্লেখ্য যে, খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বন্টন ও বিপনন বিভাগ এর ২৩/০৮/২০১২ ইং তারিখের স্বারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৫২.৬১.০২০.১২-১১৪৭(৮) (প্রদর্শনী ৫/৬) পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, ২০১২-১৩ ইং অর্থ বছরে প্রতি মেট্রিক টন চালের মূল্য ৩৩,৮০৫/= টাকা এবং প্রতি মেট্রিক টন গমের আর্থিক মূল্য ২৭,৪৮৮/= টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৬/০৮/২০১২ ইং তারিখের ২০৭ নং স্বারক এবং খাদ্য বিভাগ, খাদুব্যম এর ১৪/০৮/২০১২ ইং তারিখের ৩১৫ নং স্বারক মূলে নির্ধারন করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত হুমায়ুন কবির কর্তৃক আত্মসাৎকৃত খাদ্য শস্যের আর্থিক মূল্য মোট ৪১,৫৯,৮৩০/= টাকা।* *দূর্নীতি দমন কমিশন এর পক্ষে বিজ্ঞ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যুক্তিতর্ক শুনানীকালে মন্তব্য করিয়াছেন যে, Criminal Law Amendment Act, 1958 এর বিদ্যমান ৯ ধারার বিধানের কারণে আসামী ইতিমধ্যে আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি ফেরত দিয়া থাকিলেও আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমান অর্থ জরিমানা হিসাবে পরিশোধ করিতে বাধ্য। বিজ্ঞ আইনজীবি বক্তব্যের সাথে আমিও অভিমত পোষণ করি যে, Criminal LawAmendment Act, 1958 এর ৯ ধারায় যে অর্থ পরিশোধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ জরিমানা হিসাবে আরোপ করাকে বুঝানো হইয়াছে। উক্ত ধারায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ আদায়ের বিষয়টি বুঝানো হয় নাই। ফলে বিষয়টি এমন নয় যে, আসামী ইতিমধ্যে আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির সহপরিমান অর্থ বা একই রকম সম্পত্তি ফেরত দিয়াছে বলিয়া তার বিরুদ্ধে পুনরায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন নাই। Criminal LawAmendment Act, 1958 এর ৯ ধারায় উল্লেখিত শাস্তি তথা জরিমানা আরোপ করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। তবে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত আসামী হুমায়ুন কবির আত্মসাৎকৃত খাদ্য শস্যের সমপরিমান খাদ্য শস্য ফেরত দেওয়ায় এবং তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় পদাবনতির শাস্তি পাওয়ায় পেনাল কোড এর ৪০৯ এবং দূর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অধীনে সর্বোচ্চ শাস্তি বা কারাবাসের পরিবর্তে তুলনামূলক লঘু শাস্তি প্রদান করা সমিচিন হইবে বলিয়া অভিমত পোষণ করি। অতএব, *আদেশ হয় যে,* *আসামী মোঃ হুমায়ুন কবির, পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, গ্রাম- উত্তরগ্রাম, পোঃ অফিস- শংকুচাইল বাজার, থানা- বুড়িচং, জেলা- কুমিল্লাকে পেনাল কোড এর ৪০৯ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং এই ধারার অধীনে ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/= টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। একই সাথে আসামী হুমায়ুন কবিরকে দূর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং এই ধারার অধীনে ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল। ইহাছাড়াও আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির আর্থিক মূল্য ৪১,৫৯,৮৩০/= টাকার সমপরিমান অর্থদন্ড প্রদান করা হইল।* *আসামীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ০২টি ধারার অধীনে প্রদত্ত দন্ড একত্রে চলবে। আসামী বর্তমান মামলায়, যতদিন হাজত বাস করিয়াছে তাহা উপরে বর্ণিত কারাবাসের মেয়াদ হইতে বাদ যাইবে।* *জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা আসামীর নিকট হইতে জরিমানার ৪১,৫৯,৮৩০/= টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জামিনদারগণকে জামিননামার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। *প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায়ের অনুলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা হোক।* *আসামীকে সাজা পরোয়ানা মূলে জেল হাজতে প্রেরণ করা হোক।* *আমার কথামতো টাইপকৃত ও সংশোধিত* *স্বা/- অস্পষ্ট* *(মাসুদ করিম)* *স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ)* *কুমিল্লা।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *(মাসুদ করিম)* *স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ)* *কুমিল্লা।* **পি, ডব্লিউ-৬, ৭, ৮, ৯,১২ এবং ১৫ জবানবন্দী হতে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বিগত ইংরেজী ১২.০২.১৩ হতে ১৭.০২.১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে নাঙ্গলকোট, খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করে এবং গননা করে বর্ণিত চাল ও গমের ঘাটতি পাওয়া গিয়াছে যা তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ-১১) দ্বারা সমর্থিত।** **আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবির কর্তৃক ঘাটতি চাল এবং গম ফেরত দেওয়ার নিমিত্তে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করেন যা প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত। উক্ত দরখাস্তে আপীলকারী হুমায়ুন কবির বর্ণনা করেন যে, তার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছাক্রত ভুলের কারণে ৮৪.১২১ মেঃ টন চাল ও ৫১.২৪১ মেঃ টন গম ঘাটতি হয়। ঘাটতি খাদ্যশস্য আপীলকারী নিকট হতে গ্রহণ করার নিমিত্তে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির আহবায়ক পি, ডব্লিউ-৮ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আপীলকারী হুমায়ুন কবির বিগত ইংরেজী ৩১.০৩.২০১৩ , ২০.০৬.২০১৩ এবং ৩০.০১.২০১৩ তারিখে আহবায়ক কমিটির নিকট ঘাটতি খাদ্যশস্য ফেরত দিয়েছেন।** প্রসিকিউশনপক্ষের সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামী বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। আপীলটি দন্ড সংশোধনপূর্বক না-মঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি দন্ড সংশোধনপূর্বক না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ) কুমিল্লা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৭/২০১৫-এ আসামী আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবিরকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারায় ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারায় ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির আর্থিক মুল্য ৪১,৫৯৮৩০/- টাকার সমপরিমান অর্থদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.২০২১ তারিখে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ সংশোধনপূর্বক আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবিরকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারায় ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির আর্থিক মুল্য ৪১,৫৯৮৩০/- টাকার সমপরিমান অর্থদন্ড প্রদান করা হলো। আপীলকারী মোঃ হুমায়ুন কবির-কে অত্র আদালত কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০২১ তারিখের জামিন আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল। অত্র রায় ও আদেশ সহ নথী প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আপীলকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা আসামী আপীলকারীর নিকট হতে জরিমানার ৪১,৫৯,৮৩০/- টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)